পবিত্র ঈদ-উল-আযহা-২০১৭খ্রি. (১৪৩৮ হিজরী) উদযাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোহাম্মদ খালেদ রহীম
জেলা প্রশাসক, নীলফামারী।
স্থান : জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ
তারিখ : ২৩ আগস্ট ২০১৭
সময় : বেলা ১১.০০ টা

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে পরিশিষ্ট-ক- তে দেখানো হল।

সভার প্রারম্ভে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভাপতি বিগত বছরের ন্যায় পবিত্র ঈদ-উল-আযহা যথাযথ মর্যাদা ও ভাব-গাম্ভীর্যের সাথে উদযাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) এ কার্যালয়ে গত বছরে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনান।

অত:পর পবিত্র ঈদ-উল-আযহা যথাযথ মর্যাদা ও উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে উদযাপনের লক্ষ্যে কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য উপস্থিত সুধীজনের মতামত ও পরামর্শ আহবান করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উদযাপনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিতভাবে সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:

ক্র.নং	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১	সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সকল সরকারি ও বেসরকারি ভবনে সঠিক মাপ, রং/বর্ণের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হবে এবং যথাসময়ে নামাতে হবে।	স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান প্রধান/ভবন মলিক
০২	নীলফামারী কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানের মাঠ সজ্জাসহ মুসল্লিদের সুবিধার্থে পুরো মাঠে স্ট্যান্ড ফ্যান ও সামিয়ানার ব্যবস্থা করতে হবে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কথা চিন্তা করে সামিয়ানার উপরে ত্রিপল টাঙ্গানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়া ঈদগাহ মাঠের উত্তর পার্শ্বে নিচু জায়গায় প্রয়োজনীয় বালি/ মাটি ভরাট করতে হবে।	মেয়র, নীলফামারী পৌরসভা
০৩	নীলফামারী কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ওজু করার ব্যবস্থা করতে হবে।	মেয়র, নীলফামারী পৌরসভা
০৪	'ঈদ মোবারক' (বাংলায় ও আরবীতে) লিখিত বিভিন্ন প্রকার ব্যানার পৌর এলাকার প্রধান প্রধান টার্নিং পয়েন্ট, কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দান ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মুখে স্থাপন করতে হবে।	উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও মেয়র, নীলফামারী পৌরসভা
০৫	হাসপাতাল, কারাগার, শিশু পরিবার ও বিভিন্ন এতিমখানায় ঈদের দিন উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ
০৬	পৌরসভা কর্তৃক ওয়ার্ডভিত্তিক নির্ধারিত স্থানে পশু কোরবানীসহ কোরবানীকৃত পশুর রক্ত ও আবর্জনা যত্রতত্র বিচ্ছিন্নভাবে ফেলে না রেখে মাটি চাপা দিয়ে রাখতে হবে। এ বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট মেয়র/উপজেলা নির্বাহী অফিসার/জেলা তথ্য অফিসার/ ইউপি চেয়ারম্যান/মসজিদের ইমাম
০৭	ঈদ উপলক্ষে মার্কেটসহ রাস্তায় মানুষের চলাচল, কেনাকাটা ও অন্যান্য অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা এবং ঈদগাহ-এ প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পুলিশ সুপার, নীলফামারী
০৮	ঈদের দিন, ঈদের আগের দিন ও ঈদের পরের দিন বিশেষ পুলিশি টহলের ব্যবস্থা রাখতে হবে।	পুলিশ সুপার, নীলফামারী
০৯	নীলফামারী সার্কিট হাউজ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও জেলা প্রশাসকের বাসভবন এবং পুলিশ সুপার, সিভিল সার্জন, নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ এঁর অফিস গণপূর্ত বিভাগের মাধ্যমে আলোকসজ্জা করতে হবে। অন্যান্য অফিস/ভবন মালিকগণ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় আলোকসজ্জা করবেন।	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ/সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধান/ ভবন মালিক
১০	খুতবার পূর্বে সামাজিক সচেতনতামূলক বিষয় যেমন- জঙ্গি তৎপরতা, নারী নির্যাতন, বাল্য বিবাহ, যৌন নিপীড়ন, স্যানিটেশন, মাদকের কুফল ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট ঈদগাহ কমিটি/ইমাম
১১	কোরবানীর হাটে নিয়ে আসা পশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।	মেয়র, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা/জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
১২	পবিত্র ঈদ-উল-আযহার দিন রাস্তাঘাটে পটকা ফুটানো/আতসবাজি করা এবং রাস্তার পাশে টং ঘর/ঈদকার্ড বিক্রির দোকানে এবং প্রকাশ্য স্থানে জনগণের শান্তি বিঘ্নকারী উচ্চস্বরে মাইক/ক্যাসেট প্লেয়ার বাজানো নিষেধ। এ বিষয়ে প্রচারণা চালানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পুলিশ সুপার, নীলফামারী/জেলা তথ্য অফিসার, নীলফামারী
১৩	কোরবানীর হাটে জাল টাকা ব্যবহার হতে পারে। সংশ্লিষ্ট পৌরসভা/হাট কমিটি/ইজারাদার এ বিষয়ে সতর্কবার্তা প্রচার করবেন। এছাড়া জাল টাকা সনাক্ত করার জন্য নীলফামারী পৌরসভাসহ সকল কোরবানী পশুর হাটে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মেশিন বসানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মেয়র, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা/হাট ব্যবস্থাপনা কমিটি/হাট ইজারাদার/ব্যাংক ব্যবস্থাপকগণ